উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-২

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

আমিরুল মুমিনিন

আবদুল্লাহ

ইবনু জুবায়ের রা.

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস-২

আমিরুল মুমিনিন

আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

অনুবাদ

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ
মহিউদ্দিন কাসেমী

সম্পাদক

সালমান মোহাম্মদ

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশকাল : জুলাই ২০২২

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳৫২০, US $20. UK £17

গ্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-9-9

Abdullah Ibn Jubair Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
www.facebook.com/kalantordk
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, 'উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস' সিরিজের দ্বিতীয় বই *আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.* গ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিলাম। কাজটি দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছিল। নানা বাধাবিপত্তি পেরিয়ে আজ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ আপনাদের হাতে।

মোট পাঁচ খণ্ডে সিরিজটি আমরা প্রকাশ করেছি। প্রতিটি খণ্ডের নামও ভিন্ন ভিন্ন রেখেছি এবং আলোচনাও সংশ্লিষ্ট খলিফার রেখেছি, যাতে পাঠক চাইলে যেকোনো খণ্ড আলাদাভাবে সংগ্রহ করতে পারেন। তবে এই খণ্ডে একাধিক খলিফা ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির আলোচনা স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটির মূল ভূমিকা পরেই 'উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড়' নামে দীর্ঘ আরেকটি ভূমিকা আছে। এটা পড়লে পাঠক উমাইয়াদের পরিচিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবেন। যদিও এটি এই সিরিজের প্রথম বই *মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.* গ্রন্থটির শুরুতে দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু অসাবধানতাবশত না দেওয়ায় এটা এখানে রেখেছি, যাতে পুরো বইয়ের কোনোকিছু বাদ না পড়ে।

মুআবিয়া রা.-এর পর খলিফা হন ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁর জীবনীর ওপর দীর্ঘ আলোচনা স্থান পেয়েছে। এরপর খলিফা হন মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ। লেখক ধারাবাহিকভাবে তাঁর জীবনী আলোচনা করেছেন। এরপর খলিফা হন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.। গ্রন্থটিতে তাঁর আলোচনা সবচেয়ে বেশি স্থান পেয়েছে। এরপর স্থান পেয়েছে মারওয়ান ইবনুল হাকামের আলোচনা। এ ছাড়া নবিদৌহিত্র হুসাইন ইবনু আলি রা.-সহ সংশ্লিষ্ট অনেকের আলোচনাও স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থটির লেখক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.-এর জীবনীকে আলাদা গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করেছেন। তাই আমরাও বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের নাম আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রেখেছি। তবে এতে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়াসহ আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের আগ পর্যন্ত সব খলিফার জীবনী ধারাবাহিকভাবে রেখেছি।

উমাইয়া খিলাফতের ইতিহাস সিরিজের খণ্ডগুলোর নাম :

১. মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.।

২. আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা.।

৩. আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান রাহ.।

৪. উমর ইবনু আবদুল আজিজ রাহ.।

৫. উমাইয়া খিলাফতের পতন ও আব্বাসিদের উত্থান।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ও মহিউদ্দিন কাসেমী। তাঁরা দুজনই যোগ্য ও দক্ষ অনুবাদক। আল্লাহ তাঁদের কাজে বরকত দিন। ভূমিকা থেকে নিয়ে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আগ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন আবু আব্দুল্লাহ আহমদ। আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের অধ্যায় অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী।

সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ। সহকারী সম্পাদক ছিলেন মুতিউল মুরসালিন। সহযোগিতা নিয়েছি আবদুল্লাহ আরাফাতেরও। সবার শেষে আমি নিজে আদ্যোপান্ত গুরুত্বসহকারে পড়েছি।

আমাদের প্রতিটি কাজের মতো এটাতেও আমাদের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনাম-উপশিরোনাম ইত্যাদি বিন্যাস করা হয়েছে। বিশেষ করে 'আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান ও ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত' শিরোনামের পরিচ্ছেদটি অধিক প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে আমরা *আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান* খণ্ডে সংযুক্ত করে দিয়েছি। যদিও পরিচ্ছেদটি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আলোচনার সঙ্গেও প্রাসঙ্গিক। আর একই আলোচনা একাধিক খণ্ডে হুবহু থাকা পাঠকের জন্য নিশ্চয় বিরক্তিকর হবে; আবার বইয়ের কলেবরও বেড়ে যাবে; এ বিষয়টিও এখানে আমরা বিবেচনায় নিয়েছি।

আমি আবারও মহান রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি। কাজের সঙ্গে জড়িত সবার কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে উপযুক্ত বদলা দান করুন।

আমাদের কাজে কোনো ভুলত্রুটি নজরে পড়লে অবগত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আন্তরিকতার সঙ্গে সংশোধন করব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
১ জুন ২০২২

সূচিপত্র

ভূমিকা # ১১

উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড় # ১৬

এক : হাশিমি ও উমাইয়াদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস ১৬
দুই : ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে বনু উমাইয়ার অবস্থান ২০
তিন : ইসলামের সূচনাতেই বনু উমাইয়ার অনেকে ইসলামগ্রহণ করেন ২৩
চার : বনু হাশিম ও বনু উমাইয়ার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক ২৪

প্রথম অধ্যায়

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও তাঁর খিলাফতকাল # ২৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশধারা, উপনাম, বেড়ে ওঠা, জীবন ও খিলাফত # ২৭

এক : নাম, বংশধারা ও উপনাম ২৭
দুই : জন্ম ও বেড়ে ওঠা ২৭
তিন : স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি ৩২
চার : কনস্টান্টিনোপল অভিযান : পিতার শাসনামলে ইয়াজিদের উল্লেখযোগ্য কাজ ৩৩
পাঁচ : ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার প্রধানতম গুণাবলি ৩৬
ছয় : ইয়াজিদের বায়আত ৩৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হুসাইন ইবনু আলির বিদ্রোহ # ৪৪

এক : নাম, বংশ ও ফজিলত ৪৪
দুই : কুফাযাত্রার কারণ ও এ ব্যাপারে ফাতওয়া ৪৫

তিন : কুফায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত : সাহাবি-তাবিয়িদের নসিহত ও মতামত ৪৮
চার : কুফার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান ৫৮
পাঁচ : মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সহযোগীদের ব্যাপারে ইবনু জিয়াদের পদক্ষেপ ৬০
ছয় : হুসাইনের কাছে ইবনু আকিলের শাহাদাতের সংবাদ ও ইবনু জিয়াদের অগ্রবাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ৬৯
সাত : চূড়ান্ত যুদ্ধ ও শাহাদাত ৭৬
আট : হুসাইনের পক্ষে কিছু ব্যক্তির চমকপ্রদ অবস্থান ৭৯
নয় : হুসাইনের হত্যার ব্যাপারে ইয়াজিদের অবস্থান এবং তাঁর সন্তানসন্ততির সঙ্গে আচরণ ৮৩
দশ : হুসাইন-পরিবারের মদিনায় আগমন ৮৫
এগারো : হুসাইনের হত্যায় দায় কার ৮৬
বারো : ইয়াজিদ সম্পর্কে মানুষের মন্তব্য ও এর বিধিবিধান ৯১
তেরো : হুসাইনের হত্যা-সংক্রান্ত বানোয়াট কিছু বর্ণনা ৯৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিক্ষা # ১০১

এক : আশুরার দিন ১০১
দুই : বিপদের সময় ইসলামের শিক্ষা ১০৭
তিন : হুসাইনের মাথা দাফন ১১৭
চার : শিয়াদের দৃষ্টিকোণে ইমামদের কবর পবিত্র মনে করা এবং হুসাইনের কবর জিয়ারত করা ১২৪
পাঁচ : শরিয়তের নিক্তিতে হুসাইনের কুফাগমন ১৩৪
ছয় : হুসাইনকে নিয়ে কিছু স্বপ্ন ১৩৮
সাত : রাসুলের জবানে হুসাইন-হত্যার সংবাদ ১৪০
আট : হত্যাকারীদের থেকে আল্লাহর প্রতিশোধ ১৪০
নয় : কারবালার ঘটনা ও ইসলামের শত্রুবাহিনী ১৪১
দশ : হুসাইনের শাহাদাত : শিয়াদের আদর্শিক ইতিহাস পরিবর্তনের সূচনা ১৪২
এগারো : হুসাইনের দুআ ১৪৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাররার যুদ্ধ : ৬৩ হিজরি # ১৪৬

এক : মদিনার প্রতিনিধিদল দামেশকে ইয়াজিদের সাক্ষাতে ১৪৬

দুই : মদিনায় বিদ্রোহবিরোধী আলিমদের অবস্থান ১৪৭
তিন : হাররার যুদ্ধ ১৫৬
চার : গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা, উপদেশ ও প্রাসঙ্গিক সংযোজন ১৭০

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদের আমলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের আন্দোলন # ১৭৩

এক : ইবনু জুবায়ের অবস্থানগ্রহণের জন্য মক্কাকে কেন বেছে নিলেন ১৭৩
দুই : ইবনু জুবায়ের ও তাঁর সহযোগীদের বিদ্রোহের কারণ ১৭৪
তিন : ইবনু জুবায়েরকে অনুগত করতে শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টা ১৭৬
চার : ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে ইয়াজিদের সশস্ত্র অভিযান ১৮২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু
ও মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত # ১৯২

এক : ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার মৃত্যু ১৯২
দুই : মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফত ১৯২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের শাসনকাল # ১৯৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

নাম, বংশপরিচয়, প্রতিপালন ও বায়আতের বিবরণ # ১৯৯

এক : নাম ও বংশপরিচয় ১৯৯
দুই : জন্ম ও রাসুলের হাতে বায়আত ১৯৯
তিন : আবদুল্লাহর পিতা জুবায়ের ইবনুল আওয়াম ২০০
চার : ইবনু জুবায়েরের মা আসমা বিনতুস সিদ্দিক ২০১
পাঁচ : ইবনু জুবায়েরের স্ত্রী ও সন্তান ২০৫
ছয় : আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও মুআবিয়ার শাসনামলে ইবনু জুবায়েরের অবস্থান ২০৬
সাত : আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের ও তাঁর বৈশিষ্ট্যসমূহ ২১১
আট : ইবনু জুবায়েরের খিলাফতের বায়আত ২১৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ # ২২৮

এক : তাঁর নাম, বংশপরিচয় এবং ইবনু জুবায়েরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগে তাঁর অবস্থান ২২৮

দুই : শামে ইবনু জুবায়েরের অনুসারীদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত, জাবিয়া সম্মেলনের গুরুত্ব ও মারজে রাহিতের যুদ্ধ ২৩০

তিন : মিসরের উমাইয়া সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি এবং ইরাক ও হিজাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ২৩৭

চার : আবদুল মালিককে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ও মারওয়ানের তিরোধান ২৩৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের অধ্যায়ের ইতি # ২৪৩

এক : ইবনু জুবায়েরের ওপর শেষ অবরোধ আরোপের আগে বনু উমাইয়ার হিজাজ দখলের প্রয়াস ২৪৩

দুই : দ্বিতীয় অবরোধ ও ইবনু জুবায়েরের খিলাফতের পতন ২৪৫

তিন : ইবনু জুবায়েরের খিলাফত পতনের কারণসমূহ ২৬২

চার : ইবনু জুবায়েরের শোকগাথা ২৭০

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা ও মন্দকাজ থেকে। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অংশীদারহীন। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ বলেন,

> ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেভাবে ভয় করা উচিত, ঠিক সেভাবে ভয় করতে থাকো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

তিনি আরও বলেন,

> হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাঁদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো এবং রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষক। [সুরা নিসা : ১]

অন্যত্র বলা হয়েছে,

> মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে-কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০-৭১]

হে আমার প্রতিপালক, সব প্রশংসা আপনার জন্য, যা আপনার মহান সত্তা ও মহাশক্তির উপযোগী। সব প্রশংসা আপনার জন্যই, আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা পর্যন্ত; সন্তুষ্টির সময় এবং সন্তুষ্টি-পরবর্তী সময়ও। আপনার মাহাত্ম্যের উপযুক্ত সব প্রশংসাই

আপনার জন্য। সব স্তুতিবাক্যও আপনার জন্যই নিবেদিত, যা আপনার বড়ত্বের উপযুক্ত। তাবৎ মহিমা-গৌরবও আপনার জন্য, যা আপনার গৌরব ও বড়ত্বের যোগ্য।

খিলাফতে রাশিদার পর অনেক বছর ধরে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব দিয়েছেন বনু উমাইয়ার শাসকরা। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার রচিত উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় অংশ। এই খণ্ডে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া থেকে নিয়ে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদ, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা., মারওয়ান ইবনুল হাকামের আলোচনা স্থান পেয়েছে। উমাইয়াদের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন ইসলাম ও বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসের সুপরিচিত, আলোচিত-সমালোচিত ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়া। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে।

তাঁর সম্পর্কে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হলো, মুআবিয়া-পরবর্তী ইয়াজিদের আমলের ইতিহাস। তবে প্রসঙ্গক্রমে শুরুতে ইয়াজিদের ব্যক্তিগত পরিচয়, বেড়ে ওঠা, শিক্ষাদীক্ষা, স্ত্রী-সন্তান, প্রধানতম গুণাবলি, খিলাফত লাভ এবং বাবার শাসনামলে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইয়াজিদের বায়আত প্রসঙ্গে হুসাইন ইবনু আলি ও আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করেছি। এরপর হুসাইন ইবনু আলির কুফাগমনের কারণ, এ সম্পর্কিত সাহাবি ও তাবিয়িদের উপদেশ, কুফার ঘটনা সম্পর্কে ইয়াজিদের অবস্থান, মুসলিম ইবনু আকিল ও তাঁর সমর্থকদের হত্যায় উবায়দুল্লাহ ইবনু জিয়াদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছি। কারবালার মর্মান্তিক যুদ্ধ এবং হুসাইনের শাহাদাতের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রায়ণ করেছি। হুসাইনের শাহাদাতের পর তাঁর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অবস্থান এবং তাঁর পরিবার ও সন্তানদের সঙ্গে ইয়াজিদের আচরণ কেমন ছিল, তা-ও তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি নির্ভরযোগ্য সূত্রে।

আরও আছে ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার ব্যাপারে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর প্রতি অভিসম্পাত করা যাবে কি যাবে না—তার সন্তোষজনক উত্তর। পাশাপাশি হুসাইনের শাহাদাতকে কেন্দ্র করে যত ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কল্পকাহিনি আর তথাকথিত ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসবের অসারতা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর ইতিহাসের এই কালো অধ্যায় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তর আলোকপাত করেছি। তন্মধ্যে রয়েছে আশুরা সম্পর্কে রাসুল ﷺ-এর নির্দেশনা, বিপদের সময় ইসলামের শিক্ষা, হুসাইনের মাথা দাফন সম্পর্কে তথ্যবহুল পর্যালোচনা, ইমামদের কবর পবিত্র মনে করা এবং হুসাইনের কবর জিয়ারত সম্পর্কে ইসলামের বিধান, ইসলামে কবর জিয়ারতের নির্দেশনা, কবরের উপর ঘর ও মসজিদ নির্মাণের

বিধান এবং হুসাইনের আন্দোলন ও কারবালার ঘটনা নিয়ে ইসলামবিদ্বেষীদের অপপ্রচার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি।

এরপর হাররার যুদ্ধ, হাররা-পরবর্তী মদিনায় উমাইয়াদের লুটতরাজ এবং ইয়াজিদের আমলে আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের অবস্থান ও কর্মতৎপরতার চিত্রায়ণ করেছি। ইবনু জুবায়ের তাঁর আন্দোলন পরিচালনার জন্য মক্কাকে কেন বেছে নিয়েছেন, তার কারণ এবং তাঁকে অনুগত করতে ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ এবং সশস্ত্র প্রচেষ্টা কেমন ছিল, তা-ও সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছি। ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে ইয়াজিদবাহিনীর যুদ্ধ, মিনজানিক নিক্ষেপণ, পবিত্র কাবায় অগ্নিকাণ্ড, ইয়াজিদের হঠাৎ মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা আছে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে।

ইয়াজিদের পরে মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের খিলাফতলাভ, তাঁর শাসনামলের সময়সীমা এবং শূরাব্যবস্থার মাধ্যমে খলিফা নির্বাচনের কথা বলে খিলাফতের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ও তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী গোলযোগপূর্ণ অবস্থার ইতিহাস তুলে ধরেছি।

গ্রন্থটিতে আমিরুল মুমিনিন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের জীবনবৃত্তান্ত তুলে ধরা হয়েছে। এখানে আমি আলোচনার সূচনা করেছি তাঁর নাম, উপাধি, বেড়ে উঠা ও গরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দিয়ে। তুলে ধরেছি তাঁর জন্মকালীন ঘটনাবলি ও রাসুল ﷺ-এর হাতে তাঁর বায়আতের বিবরণ। লিখেছি তাঁর পিতা জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের পরিচয় ও মা আসমা বিনতুস সিদ্দিকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। উল্লেখ করেছি ইসলামি ইতিহাসে আসমার অবিস্মরণীয় অবদানের কথা। এর পাশাপাশি ইবনু জুবায়েরের সন্তান ও স্ত্রীদের বিবরণ তুলে ধরেছি। আরও তুলে ধরেছি ইবনু জুবায়েরের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, ফিকহশাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য, ইবাদত, তাকওয়া, সাহসিকতা, বাগ্মিতা ও দানশীলতার বিস্ময়বিভা। তাঁর ব্যাপারে কৃপণতার যে অভিযোগ তোলা হয়, তারও অপনোদন করেছি। কৃপণতা ও মুসলিমদের সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের তফাত তুলে ধরে সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটিতে আমি আলোচনা করেছি আবু বকর, উমর, উসমান, আলি ও মুআবিয়ার শাসনামলে ইবনু জুবায়েরের ভূমিকা। ইয়ারমুকের প্রান্তরে তাঁর কর্মনিষ্ঠা। উসমান রা-এর শাসনামলে কুরআনুল কারিম সংকলনে অংশগ্রহণ। উত্তর-আফ্রিকায় জিহাদে যোগদান। ইয়াওমুদ দারে উসমানের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হওয়ার বিবরণ। জামালযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা ও কনস্টান্টিনোপল অভিমুখী ইয়াজিদ ইবনু মুআবিয়ার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সঙ্গে অংশগ্রহণের আখ্যান।

এরপর উল্লেখ করেছি মুআবিয়া ইবনু ইয়াজিদের যুগে ইবনু জুবায়েরের রাজনৈতিক গতিবিধির বিবরণ। কীভাবে ইয়াজিদের বায়আত সম্পন্ন হয়। কীভাবে তিনি নিজের কর্মদক্ষতায় শামবাসীর হৃদয় জয় করেন। আলোচনা করেছি, আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের কর্তৃক ইয়াজিদের বায়আত প্রত্যাখ্যান ও মক্কায় অবস্থানের কথা। মক্কাকে আন্দোলনের কেন্দ্র নির্বাচন এবং তাঁর বিদ্রোহের কারণসমূহ। এর পাশাপাশি এঁকেছি ইবনু জুবায়েরের সমর্থন পেতে ইয়াজিদের শান্তিপূর্ণ প্রয়াসের চিত্র। বাদ পড়েনি এই লক্ষ্যে তাঁর পরিচালিত সামরিক পদক্ষেপসমূহের উল্লেখও। আর এরই ধারাবাহিকতায় উঠে এসেছে আমর ইবনু জুবায়ের ও হুসাইন ইবনু নুমায়েরের অভিযান এবং ইবনু জুবায়েরের অবরুদ্ধ হওয়া ও বায়তুল্লাহে অগ্নিসংযোগের উপাখ্যান।

এরপর উল্লেখ করেছি আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরের হাতে মুসলিমবিশ্বের বায়আত সম্পন্ন হওয়ার বিবরণ। পাশাপাশি তুলে ধরেছি তাঁর খিলাফতের বিরুদ্ধে মারওয়ান ইবনুল হাকামের বিদ্রোহ এবং শামে মারওয়ান কর্তৃক ইবনু জুবায়েরের অনুসারীদের খতম করার উপাখ্যান। তুলে ধরেছি জাবিয়া সম্মেলন ও মারজে রাহিতযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিবরণ। মারওয়ান কর্তৃক মিসরকে উমাইয়া খিলাফতের অন্তর্ভুক্তকরণ ও ইরাক-হিজাজ দখলের হালচাল।

এরপর আমি উল্লখ করেছি মারওয়ানের মৃত্যু ও তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ানের খিলাফতের মসনদে আরোহণের ইতিবৃত্ত। ইবনু জুবায়েরের সঙ্গে আবদুল মালিকের সংঘাতের সূত্র-চিত্র। তাওয়াবিন আন্দোলন ও মুখতার ইবনু আবু উবায়েদ সাকাফির বিপ্লবের মতো সামসময়িক আন্দোলনগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর পরিচালিত পদক্ষেপসমূহের প্রতিবেদন।

তুলে ধরেছি ইবনু জুবায়েরের অবরুদ্ধ হওয়া ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। তাঁর খিলাফতের সমাপ্তির উপাখ্যান ও পতনের কারণসমূহ।

শুরু ও শেষে সব প্রশংসা তাঁর জন্যই—তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর সুন্দর নাম ও গুণের অসিলায় প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কাজগুলো একমাত্র তাঁর জন্যই কবুল করেন এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী প্রমাণিত করেন, যেন গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান আমি আমার পুণ্যের পাল্লায় পেয়ে যাই। এ কাজে যে-সকল ভাই আমাকে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ যেন তাঁদেরও উত্তম প্রতিদান দেন। এ গ্রন্থের প্রতিটি পাঠক ও মুসলমান ভাইয়ের কাছে আবেদন, তাঁদের দুআয় যেন আমাকে ভুলে না যান।

হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার

> সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা আপনি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যাতে আমি আপনার পছন্দনীয় সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা নামল : ১৯]

আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছেই তাওবা করছি। আর আমাদের শেষকথা—সব প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

মহান রবের ক্ষমার ভিখারি—
আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস সাল্লাবি

উমাইয়া রাজবংশের ঐতিহাসিক শিকড়

উমাইয়া ইবনু আবদু শামস ইবনু আবদু মানাফের সঙ্গে উমাইয়াদের বংশ সম্বন্ধযুক্ত। আবদু মানাফ পর্যন্ত গিয়ে বনু উমাইয়া ও বনু হাশিম একীভূত হয়ে যায়। মক্কার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভার বনু আবদু মানাফের কাঁধে ছিল। এ ব্যাপারে কুরাইশের অন্যান্য উপবংশের লোকেরা তাদের বিরোধিতা করত না। সকল কুরাইশ দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল।১

এক. হাশিমি ও উমাইয়াদের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস

আবদু মানাফ ইবনু কুসাইয়ের সন্তানরা তাদের চাচা আবদুদ দার ইবনু কুসাইয়ের সন্তানদের সঙ্গে মক্কার নেতৃত্ব নিয়ে বিবাদ করে আসছিলেন। কুসাইয়ের ছেলেদের মধ্যে আবদুদ দার ছিলেন মর্যাদা ও গুণাবলিতে অন্য ভাইদের চেয়ে পিছিয়ে; তা সত্ত্বেও পিতা কুসাই তাকেই অন্য সবার ওপর অগ্রাধিকার দেন। কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ, পতাকাধারণ, হাজিদের পানি পান করানো এবং মেহমানদারির দায়িত্ব তার ওপরেই ন্যস্ত করেন। এ ব্যাপারে কুসাইয়ের অপর ছেলে আবদু মানাফের সন্তানরা আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন উমাইয়ার পিতা আবদু শামস। কারণ, তিনি ছিলেন আবদু মানাফের বড় ছেলে। এভাবে কুরাইশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—আবদুদ দার গ্রুপ ও আবদু মানাফ গ্রুপ। অনেক দিনের বিবাদ মেটাতে উভয় দল দায়িত্ব ভাগাভাগি করার ওপর সম্মত হয়। আবদু মানাফের সন্তানরা হাজিদের পানি পান করানো ও মেহমানদারির দায়িত্ব পান। আর কাবাঘর রক্ষণাবেক্ষণ, পতাকা ধারণ ও সভা আয়োজনের দায়িত্ব আবদুদ দারের সন্তানদের হাতেই থেকে যায়।

আবদু মানাফের সন্তানদের মধ্যে হাজিদের পানি পান করানো ও মেহমানদারির কাজের দায়িত্বশীল নির্বাচিত হন আবদু মানাফের ছেলে হাশিম। কারণ, তার বড় ভাই আবদু শামস অধিকাংশ সময় সফরের কারণে মক্কার বাইরে থাকতেন। তদুপরি আর্থিকভাবে তিনি খুব বেশি সচ্ছল ছিলেন না এবং তার পরিবারে সদস্যসংখ্যাও বেশি

১ আন-নুজুমুল আওয়ালি : ৩/২।

ছিল। অপরদিকে আবদু শামস ছিলেন বেশ সচ্ছল।[২] এভাবে কুরাইশের প্রথম নেতা কুসাইয়ের একক সার্বভৌমত্বের পরে মক্কার আধিপত্যে বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বগুণের চেয়ে অর্থনীতির ভূমিকা প্রাধান্য পায়।[৩]

নেতৃত্ব নিয়ে বনু আবদু মানাফের মধ্যে কোনোরূপ দ্বন্দ্ব ছিল না। একসঙ্গে তারা মক্কা ও এর বাইরে ব্যবসাকার্য পরিচালনা করতে থাকেন।[৪] তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি ছিল অসাধারণ। তাদের মৃতদের জন্য কবিরা সম্মিলিত শোকগাথা; আর জীবিতদের জন্য রচনা করতেন স্তুতিকাব্য।[৫] এভাবে জাহিলি যুগে আরবীয় জীবননীতির দাবি অনুসারে এক পিতার সন্তানরা যথাসম্ভব পরস্পর সহযোগী ও একতাবদ্ধ হয়ে থাকত।[৬]

সুতরাং যেসব বর্ণনায় বনু হাশিম এবং বনু আবদু শামস ও বনু উমাইয়ার মধ্যে কঠিন শত্রুতার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা নিতান্তই ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। এসব বর্ণনায় বলা হয়েছে, হাশিম ও আবদু শামস জোড়া লাগানো অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। পরে দুজনকে তরবারি দিয়ে কেটে আলাদা করা হয়। এ কারণেই দুজনের সন্তানদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ লেগে থাকত![৭] এটা কুড়িয়ে পাওয়া একটা বর্ণনা, যার কোনো বর্ণনাকারী নেই। এটা যে সম্পূর্ণ অসার, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন বর্ণনা, তা প্রমাণের জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন নেই। বর্ণিত গল্পটাই তার জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী আবদু শামস আবদু মানাফের সন্তানদের মধ্যে সবার বড় ছিলেন। হাশিম তার সঙ্গে জোড়া লাগা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেননি।[৮] যে দুই বর্ণনায় হাশিম ও উমাইয়া ইবনু আবদু শামসের মধ্যে এবং আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ও হারব ইবনু উমাইয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবাদের কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বর্ণিত হয়েছে শিয়া বর্ণনাকারী কুখ্যাত মিথ্যুক হিশাম আল কালবি থেকে। সে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছে।

যেহেতু এসব বর্ণনা—যেগুলোর অসারতা স্পষ্ট—পরবর্তী সময়ে সংঘটিত উমাইয়া-হাশিমি দ্বন্দ্বকে যুগ যুগ ধরে চলমান দ্বন্দ্ব বলে পরিচয় দেওয়ার কাজে আসে, তাই বর্ণনাকারীরা সেসবের ঐতিহাসিক ভিত্তি দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করেছেন এবং

---

[২] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৩৭-১৩৮।
[৩] *আল-হিজাজু ওয়াদ দাওলাতুল ইসলামিয়া* : ৮৭।
[৪] *তারিখুত তাবারি* : ২/২৫২।
[৫] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৪৪-১৪৮।
[৬] *আদ-দাওলাতুল উমাবিয়া আল-মুফতারা আলাইহা* : ১২২।
[৭] *আন-নিজা ওয়াত তাখাসুম*, মাকরিজি : ১৮১।
[৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ১/১৩৭।